নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রশ্ন এবং তাঁর উত্তরসমুহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ হাফেয বিন আহমাদ আল-হাকামী (রহঃ)

প্রশ্নঃ (১৫১) তাকদীরের প্রতি ঈমানের চতুর্থ স্তর তথা সৃষ্টি করার স্তরের দলীল কী?

উত্তরঃ তাকদীরের প্রতি ঈমানের চতুর্থ স্তর তথা সৃষ্টি করার স্তরের দলীল হচ্ছে আল্লাহ্ তাআ'লার বাণীঃ

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক"। (সূরা যুমারঃ ৬২) আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেনঃ

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করেন"? (সূরা ফাতিরঃ ৩) আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেনঃ

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

"এটা আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ছাড়া অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও"। (সূরা লুকমানঃ ১১) আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেনঃ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ

"আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের এমন কেউ আছে কি যিনি এসবের কোন কিছু করতে পারে"। (সূরা রূমঃ ৪০) আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেনঃ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আস্-সাফ্ফাতঃ ৯৬) আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

"শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন"। (সূরা শাম্সঃ ৭-৮) আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেনঃ

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত করেন সেই সঠিক হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। আর যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত"। (সূরা আরাফঃ ১৭৮) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

“কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং এটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়”। (সূরা হুজরাতঃ ৭) এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর ‘খালকু আফআলিল ইবাদ’ নামক কিতাবে হুজায়ফা (রাঃ) হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

(أن الله يصنع كل صانع وصنعته)

“আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক কর্মসম্পাদনকারী ও তার কর্মকেও সৃষ্টি করেছেন”।[1] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا)

“হে আল্লাহ! আপনি আমার নফ্সে তাকওয়া দান করুন। আপনি তাকে পবিত্র করুন। আপনি উত্তম পবিত্রকারী। আপনি তার মালিক ও অভিভাবক”।[2]

ফুটনোট

[1] - খালকু আফআলিল ইবাদ, পৃষ্ঠা নং-৭৩, বায়হাকী, অধ্যায়ঃ আসমা ওয়াস্ সিফাত, হাকেমঃ অধ্যায়ঃ ঈমান (১/৩২)। ইমাম হাকেম বলেনঃ হাদীছটি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[2] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্ যিকির।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11965

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন